12683 - নামাযরে মধ্যে নড়াচড়া

প্রশ্ন

কছিু মানুষ নামায পড়া অবস্থায় অযথা জামাকাপড় নাড়ে, নখ পরষ্কিার করে, ঘড়রি দকিে তাকায় কংিবা আরো বভিন্নি কাজ কর।ে বশিষেতঃ ইমাম যখন ক্বরিাত পড়নে। এতে করে অনকে সময় পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর মাঝে অস্বস্তি ও অস্থরিতার সঞ্চার হয়। এর হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ উল্লখে করনে যে প্রয়োজন ছাড়া নামাযে নড়াচড়া করার মূলবধিান মাকরূহ। তবে এই নড়াচড়া পাঁচ ভাগে বভিক্ত:

প্রথম প্রকার: ওয়াজবি নড়াচড়া

দ্বতিীয় প্রকার: হারাম নড়াচড়া

তৃতীয় প্রকার: মাকরূহ নড়াচড়া

চতুর্থ প্রকার: মুস্তাহাব নড়াচড়া

পঞ্চম প্রকার: জায়যে নড়াচড়া

ওয়াজবি নড়াচড়া:

যে নড়াচড়ার উপর নামাযরে বশিুদ্ধতা নর্িভর কর।ে যমেন: (নামায শুরু করার পর) সে যদি তার মাথার রুমালে নাপাকি দখেতে পায় তাহলে সটেি খুলে ফলোর জন্য নড়াচড়া করা ওয়াজবি। এর দলীল হচ্ছে: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুতা পায়ে) নামাযরে ইমামতি করছলিনে। এমন সময়ে জবিরীল আলাইহসি সালাম এসে তাঁকে সংবাদ দলিনে, তাঁর জুতায় নাপাকী রয়ছে।ে তনিি নামায পড়া অবস্থাতইে জুতা খুলে ফলেলনে এবং নামায চালয়িে গলেনে।[হাদীসটি আবু দাউদ (৬৫০) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী ইরওয়া গ্রন্থে (২৮৪) এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

অনুরূপভাবে কউে যদি তাকে জানায় যে সে কবিলার দকিে নয়; অন্য দকিে মুখ করে আছ, তাহলে তার জন্য কবিলার দকিে মুখ ফরোনো ওয়াজবি।

হারাম নড়াচড়া:

প্রয়োজন ছাড়া লাগাতার অধকি পরমিাণে নড়াচড়া করা। কারণ এ ধরনরে নড়াচড়া নামায বনিষ্ট করে দয়ে। আর যা নামায নষ্ট করে দয়ে তা করা জায়যে নইে। কারণ এটি আল্লাহর নদির্শনসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্যি করার নামান্তর।

মুস্তাহাব নড়াচড়া:

নামাযে মুস্তাহাব কছিু করার জন্য নড়াচড়া করা। যমেন: কাতার সোজা করার জন্য নড়াচড়া করা। নামাযরত অবস্থায় সামনরে কাতারে ফাঁকা স্থান দখেতে পয়েে সটেি পূরণ করার জন্য সামনরে কাতারে চলে যাওয়া অথবা কাতারে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হলে সটেি পূরণ করতে নড়াচড়া করা। এ ধরণরে অন্য যে কোন নড়াচড়া যার মাধ্যমে নামাযরে কোন একটি মুস্তাহাব আমল সম্পাদতি হয়। কারণ এই নড়াচড়া নামাযকে পরপিূর্ণ করার জন্য। তাই ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে নামায পড়ছলিনে তখন তনিি বামপাশে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা ধরে তাকে পছেন দয়িে ঘুরয়িে ডানপাশে নয়িে এলনে।[বুখারী ও মুসলমি]

জায়যে নড়াচড়া :

আর এটি হলো প্রয়োজনে সামান্য নড়াচড়া অথবা জরুরী কারণে বশেি নড়াচড়া করা। প্রয়োজনে সামান্য নড়াচড়ার উদাহরণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমামা বনিতে যাইনাব বনিতে রাসূলুল্লাহকে বহন করে নামায পড়তনে। তনিি উমামার নানা ছলিনে। দাঁড়ানো অবস্থায় তনিি তাকে বহন করতনে। আর সজিদায় গলেে তাকে নাময়িে রাখতনে।[হাদীসটি বুখারী (৫৯৯৬) ও মুসলমি (৫৪৩) বর্ণনা করনে]

আর জরুরী কারণে বশেি নড়াচড়ার উদাহরণ হলো যুদ্ধরত অবস্থায় নামায পড়া। আল্লাহ তাআলা বলনে:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“তোমরা নামাযরে প্রতি যত্নবান হব; বশিষেতঃ মধ্যবর্তী নামাযরে প্রতি। আর আল্লাহর উদ্দশ্যে তোমরা বনিীতভাবে দাঁড়াব। তোমরা যদি ভয় করো তাহলে হটেঁে কংিবা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করব। যখনই নরিাপদ হবে তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে ঠকি যভোবে তনিি তোমাদরেকে শখিয়িছেনে, যা তোমরা পূর্বে জানতে না।”[সূরা বাকারা: ২৩৮-২৩৯]

হটেঁে নামায পড়া নঃিসন্দহেে নামাযে বশেি নড়াচড়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে সটেি জরুরী প্রয়োজনরে কারণে হওয়ায় বধৈ এবং

এতে নামায বাতলি হবে না।

মাকরূহ নড়াচড়া

উপর্যুক্ত নড়াচড়া ছাড়া সব ধরনরে নড়াচড়া মাকরূহ। নামাযে নড়াচড়ার এটাই মূল বধিান। সুতরাং যারা নামাযে নড়াচড়া করে তাদরেকে আমরা বলব: আপনাদরে কাজটি মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। এটি আপনাদরে নামাযে ঘাটতি সৃষ্টি করে। এমনটি প্রত্যকেরে মাঝে দখো যায়। দখেবনে কউে তার ঘড়ি নয়িে, কলম নয়িে, মাথার রুমাল নয়িে, নাক নয়িে, দাড়ি নয়িে বা এরূপ অন্য কছিু নয়িে অযথা খলেতামাশা করছনে। এগুলো সবই অপছন্দনীয় নড়াচড়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি লাগাতার ও অতরিক্তি হয়ে যায় তাহলে সটেি হারাম হবে এবং নামাযকে নষ্ট করে দবি।ে

এছাড়া তনিি আরও উল্লখে করছেনে যে নামাযকে বাতলিকারী নড়াচড়ার কোনো সুনর্দিষ্টি সংখ্যা নইে। বরং সটো এমন নড়াচড়া যা নামাযরে পরপিন্থী। যে নড়াচড়া দখেলে মনে হবে এই ব্যক্তি নামাযে নইে। এ ধরণরে নড়াচড়া নামাযকে বাতলি করে দয়ে। তাই আলমেরা উরফ তথা প্রথার মাধ্যমে বষিয়টি নর্িধারণ করছেনে। তারা বলছেনে: ‘নড়াচড়া বশেি পরমিাণে এবং লাগাতার হলে নামায বাতলি হয়ে যায়।’ তারা কোনো নর্িদষ্টি সংখ্যা উল্লখে করনেনি। কছিু আলমেগণ যে, এটাকে ‘তনি’ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করছেনে এর পক্ষে দলীল প্রয়োজন। কারণ যে কউে কোন নর্িদষ্টি সংখ্যা বা নর্িদষ্টি ধরন নর্িধারণ করলে এর সপক্ষে দলীল প্রদান করা তার উপর আবশ্যক। নতুবা সে আল্লাহর শরীয়তে স্বচ্ছোচারতিাকারী বলে গণ্য হবে।[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ (১৩/৩০৯-৩১১)]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে নামাযে বশেি বশেি নড়াচড়া করে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হয় যে, তার নামায বাতলি হয়ে যাবে কনিা? এবং এর থকেে উত্তরণরে উপায় কী?

তনিি উত্তর দনে:

‘মুমনিরে জন্য সুন্নাহ হলো নামাযে শরীর ও মন নয়িে প্রবশে করা; হোক সটো ফরয নামায কংিবা নফল নামায। কারণ আল্লাহ বলছেনে:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون

“অবশ্যই মুমনিরা সফল হয়ছে, যারা তাদরে নামাযে বনিয়াবনত।”[সূরা মুমনিূন: ১-২] তার উচতি নামাযে প্রশান্ত ও স্থরি হওয়া। কারণ এই স্থরিতা নামাযরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ও ফরয কাজ। যে ব্যক্তি ধীরস্থরিতা ছাড়া নামায পড়ছেলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেলিনে: “তুমি ফরিে গয়িে নামায পড়ো; কারণ তুমি নামায পড়নোি।” তনিি এই কথা তনি বার বলছেলিনে। লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! যনিি আপনাকে সত্যসহ প্ররেণ করছেনে তার শপথ: আমি এর চয়েে ভালোভাবে নামায পড়তে জানি না। আমাকে শখিয়িে দনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “যখন তুমি

নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে তখন প্রথমে তুমি পূর্ণভাবে অযু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমার পক্ষে সহজ হয় তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকূ করবে এবং রুকুতে গিয়ে স্থির হবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সজিদাহ করবে এবং সজিদায় গিয়ে স্থির হবে। তারপর আবার মাথা তুলবে এবং স্থিরভাবে বসবে। এরপর আবার সজিদা দিবে এবং সজিদায় গিয়ে স্থির হবে। এরপর উঠে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ঠিক এভাবেই তোমার নামাযের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে।"[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন। আবু দাউদের বর্ণনায় আছে: 'তারপর ফাতিহা এবং আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু তেলাওয়াত করবে']

এই সহিহ হাদীস প্রমাণ করে যে ধীরস্থিরতা নামাযের স্তম্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এটি ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি নামাযে ঠোকর দেয় তার নামায হয় না। নামাযে খুশু-খুযু নামাযের সারবস্তু ও প্রাণ। সুতরাং মুমিনের উচিত এটাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং এ ব্যাপারে সচেতন থাকা।

তবে ধীরস্থিরতা ও মনোযোগ নষ্টকারী নড়াচড়াকে তিন সংখ্যাতে সীমাবদ্ধ করা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস নেই। এটি কিছু আলেমের বক্তব্য। এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই।

তবে নামাযে অনর্থক কাজ করা মাকরূহ। যেমন: নাক, দাড়ি, কাপড়-চোপড় নাড়াচাড়া করা এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। অনর্থক কাজ বেশি হলে নামায বাতিল হয়ে যায়। আর যদি কম পরিমাণে হয় অথবা বেশি হলেও লাগাতার না হয় তাহলে নামায বাতিল হয় না। তবে মুমিনের উচিত খুশু-খুযু রক্ষা করা এবং কম হোক বা বেশি হোক অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া; নামায পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে।

অল্প কাজে, সামান্য নড়াচড়ায় বা বিচ্ছিন্ন নড়াচড়ায় যে নামায বাতিল হয় না এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস: তিনি একদিন নামাযরত অবস্থায় আয়েশার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিলেন।[আবু দাউদ (৯২২), নাসাঈ (৩/১১), তিরমিযী (৬০১)। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমিযীতে (৬০১) হাদীসটি হাসান বলেছেন]

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, একদিন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষদের নিয়ে নামায পড়ার সময়ে তার মেয়ের মেয়ে (নাতনী) উমামা বিনতে যাইনাবকে বহন করেছিলেন। সজিদায় গেলে নামিয়ে রাখতেন, আর উঠে দাঁড়ালে বহন করতেন।[ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১৬২-১৬৪]